02 SEP 2016

তারিখ ... 02 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ...

সমকাল

অপ্রতুল শৌচাগার বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি

■ সাজিদা ইসলাম পারুল

কয়েক মাস আগে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে ভুগেছেন ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্সের এক ছাত্রী। ওই সময় জ্বর আর হাত-পায়ে পানি নেমে আসায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। উপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে জানতে পারেন, ইউরিন ইনফেকশন হয়েছে তার। ওই ছাত্রীটি বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শৌচাগারের অবস্থা নাজুক হওয়ায় ক্যাম্পাসে যাতে প্রস্রাবের বেগ না আসে, সে জন্য পানি কম খান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ছাত্রীটি বললেন, ডাক্তারের পরামর্শের পরও পানি খাওয়া বাড়াননি তিনি। তবে একই সঙ্গে আতঙ্ক বোধ করেন এই কারণে যে, ডাক্তারের কাছ থেকেই তিনি জেনেছেন বারবার ইউরিন ইনফেকশন হলে কিডনি আক্রান্ত হতে পারে।

এই একজন নন, ছাত্রীদের প্রায় সবার সমস্যাই এমনটা বলে জানালেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডা. নূর-মোহাম্মদ। তিনি বলেন, 'পরিস্থিতিজনিত কারণেই ছাত্রীরা ক্লাসের সময় পানি পান করা থেকে বিরত থাকেন। ফলে নানা রকম অসুস্থতায় ভোগেন তারা।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে আসা ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

অপ্রতুল শৌচাগার বাড়ছে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ছাত্রীদের ৪০ শতাংশই এসব রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন বলে জানিয়েছেন লোয়ার ডিভিশনাল অফিসার মাহমুদুল হক। তিনি বলেন, 'অপরিচ্ছন্ন ও অপ্রতুল শৌচাগারই মেয়েদের এসব রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. রেজাউল করিম কাজল বলেন, পানি কম খেলে মেয়েদের ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। কেউ দু'বারের বেশি ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে আক্রান্ত হলে তার কিডনি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ ছাড়া একই কারণে অন্যান্য স্ত্রী এবং চর্মরোগও হয়ে থাকে। তাই মেয়েদের প্রতিদিন ন্যূনতম আট লিটার পানি পান করাসহ পরিষ্কার টয়লেট ব্যবহার এবং নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি।

জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন 'তথ্য আপা'য় বলা হয়েছে, আমরা যখন পানি খাই তখন তা কিডনির মাধ্যমে ছেঁকে মূত্রনালি দিয়ে মূত্র হিসেবে বের হয়ে যায়। মানুষের শরীরের দুটি কিডনি, দুটি ইউরেটার, একটি ইউরিনারি ব্লাডার (মূত্রথলি) এবং ইউরেথ্রা (মূত্রনালি) নিয়ে মূত্রতন্ত্র গঠিত। এই মূত্রতন্ত্রের যে কোনো অংশে যদি জীবাণুর সংক্রমণ হয় তাহলে সেটাকে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বলা হয়। কিডনি, মূত্রনালি বা মূত্রথলি অথবা একাধিক অংশে একসঙ্গে এই ধরনের ইনফেকশন হতে পারে। সাধারণত এই সমস্যাটি নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে হলেও নারীদের মধ্যে ইউরিন ইনফেকশনে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায়, মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭ হাজারের বেশি। এর মধ্যে ৩৮ শতাংশ অর্থাৎ ১৪ হাজারের বেশি ছাত্রী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। এই সাড়ে ১৪ হাজার ছাত্রীর জন্য একাডেমিক ভবনগুলোতে রয়েছে মোটে ৫৮টি শৌচাগার। অর্থাৎ গড়ে ২৫০ জন ছাত্রীকে একটি শৌচাগার ব্যবহার করতে হচ্ছে।

[...] ১২টি, কাজী মোতাহার হোসেন ভবনে পাঁচটি ও মোকাররম হোসেন ভবনে ছয়টি শৌচাগার রয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে রয়েছে ১২টি শৌচাগার। পাঁচতলা এই ভবনের প্রতিটি তলায় ক্লাস হলেও নিচতলার কমনরুমে থাকা ছয়টি আর দ্বিতীয় তলায় থাকা তিনটি শৌচাগার ছাত্রীরা ব্যবহার করতে পারেন। পঞ্চম তলায় তিনটি শৌচাগার থাকলেও তা মূলত ছেলেরা ব্যবহার করেন। চারুকলা অনুষদ, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ভবন এবং পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ভবনে ছাত্রীদের জন্য একটি করে শৌচাগার রয়েছে। ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) ভবনে রয়েছে চারটি এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে রয়েছে ছয়টি শৌচাগার। এ ছাড়া ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে মেয়েদের জন্য রয়েছে মাত্র একটি শৌচাগার।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মাসুদুজ্জামান বলেন, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর অনুপাত প্রায় সমান সমান। ছেলেদের জন্য যেখানে প্রতিটি তলায় একাধিক শৌচাগার রয়েছে, সেখানে মেয়েদের শৌচাগারের সংখ্যা শূন্য। এই মুহূর্তে কলা ভবনের সংস্কার চলছে। এখনই উপযুক্ত সময় মেয়েদের জন্য প্রতিটি তলায় অন্তত একটি করে শৌচাগার নির্মাণ করা।

অবশ্য অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবনগুলোতেও শৌচাগারের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। ২০০৪ সালে প্রণীত নকশা অনুসারে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের নতুন দশতলা এমবিএ ভবনেও ছাত্রীদের জন্য আলাদা কোনো শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়নি। ওই ভবনেও ক্লাস করতে গিয়ে মেয়েদের ছেলেদের শৌচাগারই ব্যবহার করতে হয়, না হয় বিবিএ ভবনে যেতে হয়। নবনির্মিত সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অবস্থাও তথৈবচ।

শৌচাগারের অপর্যাপ্ততার কারণ জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আমজাদ হোসেন অবশ্য [...]